বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬

তারিখ: ১৮ জুলাই ২০২২
০৩ শ্রাবণ ১৪২৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬ তারিখ: ২৯ মে ২০১৩ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব, বহিঃবিশ্বে সাম্প্রতিক যুদ্ধাবস্থা প্রলম্বিত হওয়ার কারণে উদ্ভূত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং নতুনভাবে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও শ্রেণিকৃত ঋণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ সংক্রান্ত নতুন নীতিমালা জারি করা হলো।

৩। সাধারণ নির্দেশনাবলী:

(১) এ নীতিমালা ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠনের ন্যূনতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকসমূহ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করবে যা তাদের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। প্রণীতব্য নীতিমালায় এ সার্কুলারে বর্ণিত শর্তাদির চেয়ে নমনীয় কোন শর্ত যুক্ত করা যাবে না। যে সকল গ্রাহক আর্থিকভাবে দুরবস্থায় রয়েছে অথবা গৃহীত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ আদায়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে যাতে নিয়মমাফিক পুনঃতফসিলিকরণ বা পুনঃপুনঃ পুনঃতফসিল পরিহার করা যায় সে লক্ষ্যে নীতিমালাটিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিশেষ করে, নীতিমালাটিতে অনুৎপাদনশীল খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা উৎপাদনশীল খাতের অলাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে কঠোর বিধি-নিষেধ থাকতে হবে।

(২) ঋণগ্রহীতা কর্তৃক দাখিলকৃত পুনঃতফসিলিকরণের আবেদনপত্র ব্যাংক কর্মকর্তাগণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে ঋণ শ্রেণিকৃত হওয়ার কারণ উদ্‌ঘাটন করবে। ঋণগ্রহীতা কর্তৃক তহবিল অন্যত্র স্থানান্তর কিংবা তিনি একজন অভ্যাসগত ঋণ খেলাপি হলে তার পুনঃতফসিলিকরণের আবেদনপত্র বিবেচনাযোগ্য হবে না; বরং উক্ত ঋণ আদায়ে প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) কোন ঋণগ্রহীতা প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট নগদে প্রদানপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন করলে ব্যাংক আবশ্যিকভাবে আবেদনপত্র গ্রহণের ০৩ (তিন) মাস সময়ের মধ্যে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোন গ্রাহক কর্তৃক চেক, পে অর্ডার বা অন্য কোন ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে প্রদান করা হলে ব্যাংক উক্তরূপ ইনস্ট্রুমেন্ট নগদায়নের পর পুনঃতফসিলিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করবে।

(৪) ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের আবেদনপত্র দাখিলের পূর্ববর্তী সময়ে নিয়মিত কিস্তি হিসেবে প্রদত্ত কোন অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। তবে, পুনঃতফসিলিকরণের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ব্যাংককে আগাম অবহিতকরণপূর্বক এর অব্যবহিত ৩ (তিন) মাস তথা ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত সময়ে জমাকৃত একীভূত অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে গণ্য করা যাবে।

(৫) ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গ্রাহকের দায় বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্রাহকের সামগ্রিক ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা যাচাই করবে।

চলমান পাতা/০২

(৬) গ্রাহকের তারল্য বিবরণী, নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, আয়-ব্যয় বিবরণী এবং অন্যান্য আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তি/বিদ্যমান দায় পরিশোধে গ্রাহকের সক্ষমতা সম্পর্কে ব্যাংক নিশ্চিত হবে।

(৭) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবসাস্থল ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুনঃতফসিলতব্য দায় পরিশোধের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ উদ্বৃত্ত অর্থ উপার্জনে সক্ষম হবে কিনা তা যাচাই করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শনকালে যাচাইয়ের লক্ষ্যে ব্যাংক পুনঃতফসিল সংশ্লিষ্ট নথি ও দলিলাদি শাখায় যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৮) উপরোক্ত ব্যাংকিং নিয়মাচারসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক কোন গ্রাহক ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে সক্ষম হবে মর্মে নিশ্চিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করবে। অন্যথায়, পাওনা আদায়ে ব্যাংক সম্ভাব্য সকল আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যথাযথ প্রভিশন সংরক্ষণ করবে।

(৯) ব্যাংকের ক্রেডিট কমিটি লিখিতভাবে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের যথার্থতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন করবে। পুনঃতফসিলিকরণের ফলে ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা অর্জন এবং মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণ সহজতর হওয়ার স্বপক্ষে যৌক্তিক কারণ লিপিবদ্ধকরণসহ ক্রেডিট কমিটি যে সকল বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে ঋণ হিসাবটি পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে মর্মে নিশ্চিত হয়েছে তা উক্ত প্রত্যয়নপত্রে যথাযথভাবে বিধৃত করবে। এছাড়া, ব্যাংকের তারল্য অবস্থা এবং অন্যান্য গ্রাহকের ঋণ প্রাপ্যতার উপর পুনঃতফসিলিকরণের প্রভাব সম্পর্কেও উক্ত প্রত্যয়নপত্রে ব্যাখ্যা থাকতে হবে।

৪। ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের সর্বোচ্চ সংখ্যা ও মেয়াদ এবং ন্যূনতম ডাউন পেমেন্ট:

(১) শ্রেণিকৃত কোন ঋণ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বার পুনঃতফসিলযোগ্য হবে। তবে, খেলাপি ঋণ আদায়ের স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় ৪র্থ বার পুনঃতফসিল করা যাবে।

(২) মেয়াদ:

(ক) ১ম ও ২য় বার ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ সময়সীমা হবে নিম্নরূপ:

ঋণের প্রকৃতি	ঋণ স্থিতির পরিমাণ	সর্বোচ্চ মেয়াদ (গ্রেস পিরিয়ডসহ)
মেয়াদী ঋণ	১০০.০০ কোটি টাকার কম	৬ বছর
	১০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৫০০.০০ কোটি টাকার কম	৭ বছর
	৫০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব	৮ বছর
চলমান ও তলবী ঋণ	৫০.০০ কোটি টাকার কম	৫ বছর
	৫০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩০০.০০ কোটি টাকার কম	৬ বছর
	৩০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব	৭ বছর

(খ) ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ ৪(২)(ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত মেয়াদ হতে যথাক্রমে ন্যূনতম ১ বছর করে কম হবে।

[ব্যাখ্যা।- কোন গ্রাহকের ঋণ হিসাব ২য় পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ ৭ বছর হলে ৩য় পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ৬ বছর এবং ৪র্থ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ৫ বছর]

(গ) কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ ১ম বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর এবং ২য় ও তৎপরবর্তী প্রতিবার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ২ বছর ৬ মাস।

(ঘ) ঋণের পরিমাণ বিবেচনায় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রেস পিরিয়ড ০৬ মাস হবে। তবে, গ্রাহকের ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনায় উক্ত গ্রেস পিরিয়ডের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ বছর নির্ধারণ করা যাবে।

(ঙ) পুনঃতফসিলের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল সকল ঋণগ্রহীতার জন্য সমহারে প্রযোজ্য হবে না। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতার ক্ষতির পরিমাণকে যথাযথভাবে বিবেচনায় নিয়ে পুনঃতফসিলের মেয়াদকাল নির্ধারণ করতে হবে। মেয়াদকাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পর্ষদ/নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপিত স্মারকে এবং সভার কার্যবিবরণীতে সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ থাকতে হবে।

চলমান পাতা/০৩

(৩) ডাউন পেমেন্ট:

(ক) ১ম ও ২য় বার ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নগদ ডাউন পেমেন্ট এর হার হবে নিম্নরূপ:

ঋণের প্রকৃতি	ঋণ স্থিতির পরিমাণ	মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির	মোট বকেয়া ঋণের
মেয়াদী ঋণ	১০০.০০ কোটি টাকার কম	৭.০০%	৪.৫০%
	১০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৫০০.০০ কোটি টাকার কম	৬.০০%	৩.৫০%
	৫০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব	৫.০০%	২.৫০%
চলমান ও তলবী ঋণ	৫০.০০ কোটি টাকার কম	-	৪.০০%
	৫০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩০০.০০ কোটি টাকার কম	-	৩.০০% তবে, ২.০০ কোটি টাকার কম নয়
	৩০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব	-	২.৫০% তবে, ৯.০০ কোটি টাকার কম নয়

(খ) মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তি ও মোট বকেয়া ঋণের বিপরীতে বর্ণিত শতকরা হারে হিসাবকৃত মোট পরিমাণের মধ্যে যেটি কম তা ন্যূনতম ডাউন পেমেন্ট হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(গ) ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট ৪(৩)(ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত হারের চেয়ে আবশ্যিকভাবে যথাক্রমে ১.০০% বেশি আদায় করতে হবে।

[ব্যাখ্যা।- কোন গ্রাহকের ঋণ হিসাব ২য় পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্টের হার ৩.৫০% হলে ৩য় পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ডাউন পেমেন্টের হার হবে ৪.৫০% এবং ৪র্থ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ডাউন পেমেন্টের হার হবে ৫.৫০%]

(ঘ) সকল ঋণগ্রহীতার জন্য সমহারে ন্যূনতম ডাউন পেমেন্ট আদায়ের শর্ত আরোপ করা যাবে না। ঋণগ্রহীতার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা ও নগদ প্রবাহ বিবেচনায় নিয়ে ডাউন পেমেন্ট এর হার নির্ধারণ করতে হবে।

৫। ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের পর নতুন ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম compromised amount আদায়:

(১) বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক এ সার্কুলারের আওতায় ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের পর পুনঃতফসিলকৃত ঋণ স্থিতির ন্যূনতম ৩% (রপ্তানিকারক ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে ২%) compromised amount নগদে আদায় সাপেক্ষে ঋণগ্রহীতাকে নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে এবং ঋণগ্রহীতার বিদ্যমান ঋণসীমা বৃদ্ধি করা যাবে। তবে, নতুন ঋণ মঞ্জুরী বা ঋণসীমা বৃদ্ধির পূর্বে গ্রাহক প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মর্মে ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে। এছাড়া, দীর্ঘদিনের পুরাতন খেলাপি ঋণগ্রহীতাদেরকে নতুন ঋণ প্রদানে ব্যাংক কর্তৃক সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(২) অনুচ্ছেদ ৫(১) এ বর্ণিত হারে compromised amount প্রদানপূর্বক পুনঃতফসিলকৃত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে কোন গ্রাহক অন্য ব্যাংক হতে নতুন ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

৬। নিয়মিত মেয়াদী ঋণ পুনর্গঠনের (Restructuring) ক্ষেত্রে পালনীয় শর্তাদি:

(১) নিয়মিত (অশ্রেণিকৃত: স্ট্যান্ডার্ড বা এসএমএ) মেয়াদী ঋণ (চলমান, তলবী বা অন্য কোন প্রকার ঋণ রূপান্তরের মাধ্যমে সৃষ্ট নয়) এর বিদ্যমান অবশিষ্ট মেয়াদের সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত মেয়াদ বর্ধিত করে ঋণ পুনর্গঠন করা যাবে। কোন ঋণ হিসাবকে ঋণের মেয়াদের মধ্যে শুধুমাত্র একবার এরূপ পুনর্গঠন সুবিধা প্রদান করা যাবে।

(২) কোন প্রকার ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ব্যতিরেকে মেয়াদী ঋণ পুনর্গঠন করা যাবে।

(৩) ঋণ পুনর্গঠন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(৪) পুনঃতফসিলকৃত কোন ঋণ পুনর্গঠন করা যাবে না।

চলমান পাতা/০৪

৭। বিশেষ নির্দেশনাবলী:

(১) তলবী ঋণ, চলমান ঋণ বা মেয়াদী ঋণ বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় এ জাতীয় ঋণসমূহকে একত্রিত করে একক ঋণ হিসেবে পুনঃতফসিল করা যাবে না। তবে, একই প্রকৃতির একাধিক ঋণ হিসাবকে *(পুনঃতফসিলের ক্রম একই হওয়া সাপেক্ষে)* একত্রিত করে একক ঋণ হিসেবে পুনঃতফসিল করা যাবে।

(২) শ্রেণিকৃত কোন ঋণ এ সার্কুলার জারির পূর্বে ৪ (চার) বা ততোধিক বার পুনঃতফসিলকৃত হলে বিশেষ বিবেচনায় ঋণ হিসাবটি সর্বশেষ একবার পুনঃতফসিল করা যাবে যা ৪র্থ বার হিসেবে গণ্য হবে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত এরূপ পুনঃতফসিলিকরণের সুযোগ থাকবে।

(৩) ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের পরও কোন ঋণ খেলাপি হয়ে পড়লে পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাংক আবশ্যিকভাবে অর্থ ঋণ আদালত, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, সালিশি, দেউলিয়া আদালত কিংবা অনুরূপ অন্য কোন আদালতে মামলা দায়েরসহ যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে, শ্রেণিকৃত কোন ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ব্যতিরেকে কিংবা পুনঃতফসিলিকরণের যে কোন পর্যায়ে বর্ণিত আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই।

(৪) মূলধনী যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সৃষ্টির পূর্বে পর্ষদ হতে পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে আমদানি ঋণপত্র খোলার মাধ্যমে সৃষ্ট কোন তলবী ঋণ পুনঃতফসিলযোগ্য হবে না। এ ধরনের ঋণ তাৎক্ষণিকভাবে আদায়/সমন্বয় করতে হবে।

(৫) জাল-জালিয়াতি বা অন্য কোন ধরনের প্রতারণা/অনিয়মের মাধ্যমে সৃষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে এ সার্কুলারে বর্ণিত সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

(৬) এ সার্কুলারের আওতায় পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠনের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপিত নোটসহ ব্যাংকের পর্ষদ/নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক এবং সভার কার্যপত্রে সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা, গ্রাহকের আর্থিক সামর্থ্য, সুবিধা প্রদানের পর ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত তারল্য প্রবাহের প্রক্ষেপন প্রভৃতি বিষয়াদি যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে এবং ব্যাংক কর্তৃক due diligence যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

(৭) ১ম ও ২য় বার ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি চূড়ান্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য হবে। তবে, ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(৮) 'ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি' এবং 'ব্যাংক পরিচালক' সংশ্লিষ্ট ঋণ পুনর্গঠন, পুনঃতফসিলিকরণ অথবা পুনঃতফসিল পরবর্তী নতুন ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৬গ ও ২৭ ধারা এবং উক্ত ধারার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪ তারিখ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৮। পুনঃতফসিলকৃত ঋণের শ্রেণিমান, সংস্থান ও স্থগিত সুদ সম্পর্কিত নির্দেশনা:

(১) গ্রাহকের বিদ্যমান আর্থিক সক্ষমতা ও পরিশোধের সামর্থ্য বিবেচনায় পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে যে কোন শ্রেণিমানে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

(২) এরূপ শ্রেণিকরণ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শকগণ পুনঃমূল্যায়ন করতে পারবে। ব্যাংক কর্তৃক ঋণ হিসাবকে যে শ্রেণিমানেই অন্তর্ভুক্ত করা হোক না কেন, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫গগ এর বিধানমতে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ পুনরায় খেলাপি হওয়ার পূর্বে ধারা ২৭কক(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে 'খেলাপি ঋণ' এবং গ্রাহককে 'খেলাপি ঋণগ্রহীতা' হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

(৩) মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণ কিংবা ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের বিপরীতে স্থগিত সুদ হিসাবে রক্ষিত সুদ এবং সংরক্ষিত প্রভিশন প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে ব্যাংকের আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

৯। পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন অনুমোদন:

ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের নির্বাহী কমিটি অথবা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন সংক্রান্ত কেস নিষ্পত্তি করতে হবে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণের আবশ্যকতা নেই।

চলমান পাতা/০৫

১০। রিপোর্টিং:

(১) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) তে রিপোর্ট করতে হবে। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে ঋণ হিসাবসমূহকে সিআইবিতে যথাক্রমে RS-1, RS-2, RS-3 ও RS-4 হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে। সুদ মওকুফপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিল করা হলে সেক্ষেত্রে যথাক্রমে RSIW-1, RSIW-2, RSIW-3 এবং RSIW-4 হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে।

(২) পুনঃতফসিল এর ক্রম সংখ্যা মঞ্জুরীপত্রে এবং সিএল ফর্মে মঞ্জুরীর তারিখ/সর্বশেষ নবায়ন/পুনঃতফসিলিকরণ কলামে RS-1/RS-2/RS-3/RS-4 অথবা RSIW-1/RSIW-2/RSIW-3/RSIW-4 হিসেবে আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(৩) ব্যাংক কর্তৃক পুনঃতফসিলকৃত এবং পুনর্গঠিত ঋণের তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিবরণী আকারে (সংযোজনী-'ক' মোতাবেক) প্রতি ত্রৈমাস অন্তে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে দাখিল করতে হবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদিসহ হালনাগাদ বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের চাহিদা মোতাবেক উপস্থাপন করতে হবে।

১১। বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬ তারিখ: ২৯ মে ২০১৩ এতদ্বারা রহিত করা হলো। তবে, এই সার্কুলার জারি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রহিতকৃত সার্কুলারদ্বয়ের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম বৈধ বলে গণ্য হবে।

১২। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৯(১)(চ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মাকসুদা বেগম)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোন: ৯৫৩০২৫২

সংযোজনী-'ক'

ব্যাংকের নামঃ

---------- তারিখ ভিত্তিক তথ্য

(ক) ব্যাংকের মোট পুনঃতফসিলকৃত ও পুনর্গঠিত ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

(কোটি টাকায়)

মোট ঋণ	মোট পুনঃতফসিলকৃত ঋণের পরিমাণ	বর্তমান ত্রৈমাসিকে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের পরিমাণ	মোট পুনর্গঠিত ঋণের পরিমাণ	বর্তমান ত্রৈমাসিকে পুনর্গঠিত ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

(খ) ঋণগ্রহীতা ভিত্তিক পুনঃতফসিলকৃত ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি (মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ১০০ কোটি ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ এবং চলমান ও তলবী ঋণের ক্ষেত্রে ৫০ কোটি ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ)

(কোটি টাকায়)

ক্রম	ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের TIN[1] এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে BIN[2]	মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ	মোট শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ	পুনঃতফসিলকৃত ঋণ স্থিতির পরিমাণ	মঞ্জুরীকালীন ঋণের প্রকৃতি (চলমান, তলবী, মেয়াদী ইত্যাদি)	কত তম পুনঃতফসিল (১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি)	ডাউনপেমেন্ট হিসেবে প্রদানকৃত অর্থ		মন্তব্য
								পরিমাণ	শতকরা হার	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১										
২										

[1]TIN - Tax Identification Number, [2]BIN - Business Identification Number

(গ) ঋণগ্রহীতা ভিত্তিক পুনর্গঠিত ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি (১০০ কোটি ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ ঋণ)

(কোটি টাকায়)

ক্রম	ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের Tax Identification Number (TIN)	মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ	বিদ্যমান ঋণের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	পুনর্গঠিত ঋণ স্থিতির পরিমাণ	পুনর্গঠিত ঋণের মেয়াদকাল	ডাউনপেমেন্ট হিসেবে আদায়কৃত অর্থ (যদি থাকে)		মন্তব্য
							পরিমাণ	শতকরা হার	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১									
২									

স্বাক্ষর

(নাম ও পদবী)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবী:

অফিস ফোন নং:

মোবাইল ফোন নং:

ই-মেইল: